[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘শুনেছি ওই জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ আছে। এখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে চলে গেছে। বিজ্ঞ আদালত যে নির্দেশনা দিবে আমারা সেটাই পালন করবো।

আলমডাঙ্গায় দোকানীকে হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জমি কেন্দ্রিক পূর্বশত্রুতার জের ধরে গভীর রাতে দোকান ব্যবসায়ীর হাত-পা বেধে দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দিবাগত রাত ২ টার দিকে পৌর এলাকার রেল ফোকট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকান ঘর মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকার মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাজী (৫২), আবু বক্করের ছেলে ওসমান আলী (৩৮), মহি উদ্দীন (৫৫), মকবুল হোসেন (৫০) বন্ডবিল এলাকার মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৫০) সহ আরো তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাগেছে, পৌর এলাকার স্টেশন পাড়ার মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল গত ১০ বছর আগে বাস রেল ফোকট সংলগ্নে ২০১০ সালে ১২ শতক জমি ক্রয় করেন। এ জমি ক্রয় করেন মৃত সদর উদ্দীন গং, রাবেয়া খাতুন ও মকবুল হোসেনের নিকট। ওই জমিতে দুটি পাঁকা দোকানও নির্মাণ করেছেন। এছাড়া একটি বাঁশ টিনে নির্মিত মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, মানোয়ারুল প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাত ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আমার দোকানের মধ্যে পাশের দোকানদার লিটন রাতে অবস্থান করে। তার হাত-পা বেধে

দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়া দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী লিটন জানান, রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে কয়েকজন এসে রামদা ও হাসুয়া ধরে আমার হাত-পা বেধে ফেলে। পরে আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং চিৎকার করতে নিষেধ করে। এসময় দোকান ভাংচুর করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুর আহত ১১

আলমডাঙ্গা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের (নৌকা) ও স্বতন্ত্র বিদ্রোহী (চশমা)’র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ইউনিয়নের জহুরুলনগর, বলিয়ারপুর নাগদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) নির্বাচনী অফিস এবং কর্মীদের চারটি মোটরসাইকেল ও বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে স্কুলছাত্রীসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) তিনজন এবং নৌকা প্রার্থীর আটজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে

উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নৌকা প্রতীকের আহত আট কর্মী হলেন- বাবলুর রহমান (৫০), কেসমত আলী (৪০), আকরামুল হোসেন (৩৫), খবির উদ্দিন (৫৫), আনিছুর রহমান (৪৫), দবির আলী (৪০), মিয়া জান (৩৫) ও আব্দুস সেলিম (৪৬)। এর মধ্যে খবির উদ্দিনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর আহত কর্মীরা হলেন- ইসরাইল হোসেন বুদো (৪০), তার ছেলে মামুনুর রশিদ (২৪) ও মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী আয়েশা খাতুন (২৫)। এর মধ্যে ইসরাইল হোসেন বুদো স্বতন্ত্র প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় নৌকা প্রার্থীর কর্মীরা। এ সময় তার দুই ছেলে ও মেয়েকে বেধড়ক পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে এ ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াত আলি বলেন, জহুরুলনগর গ্রামে আমার কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী উপস্থিত থেকে তার কর্মীদের দিয়ে আমার কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া আমরা কোনো নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করিনি। তারা নিজেরা নিজেদের অফিস ভাঙচুর করে আমার কর্মীদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এ ঘটনায় আমি থানায় অভিযোগ করব।

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী (স্বতন্ত্র) চশমা প্রতীকের এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল বলেন, রাতে জহুরুলনগর আমার নির্বাচনী অফিসের কাছাকাছি ছিলাম। এ সময় নৌকা প্রার্থীর ২০/৩০ জন কর্মী মোটরসাইকেলযোগে এসে আমার নির্বাচনী অফিস ও চারটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বলিয়ারপুর গ্রামে এক কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করে ও তার দুই ছেলে-মেয়েকে পিটিয়ে জখম করে। এছাড়া তারা নিজেরা নৌকার অফিস ভাঙচুর করে আমাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, ১১ জনের সবার শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে দবির আলীর শারীরিক অবস্থা

আশঙ্কাজনক বলে ধারণা করছি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, চশমা ও নৌকা প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিদ্রোহী প্রার্থীর অফিস ও তার কর্মীদেরও কয়েকটা মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে। এতে উভয়পক্ষের মোট ৪ জন আহত হয়েছেন বলে জেনেছি। এখনো কোনো পক্ষ অভিযোগ করেনি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।